**চেয়ারম্যানের অনুমতিতে তোলা বিষয়**

**ভারতীয় মৎস্যজীবীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত দুই নাবিককে ইতালি সরকারের না পাঠাবার সিদ্ধান্ত**

**বিরোধী নেতা(শ্রী অরুন জেটলি)** : মিস্টার ডেপুটি চেয়ারম্যান মহোদয়, আমাদের দেশ প্রতারিত হয়েছে, তাই অত্যন্ত ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি ওঠাচ্ছি□ দু-জন ইতালিয়ান নাবিক, যাঁরা কেরলে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের হত্যার দায়ে অভিযুক্ত, তারা ফেরার হয়ে গিয়েছে□ তাদের পালানোটা হল ভারত সরকার ও সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে একটি সার্বভৌম দেশের জালিয়াতি□ আমরা রাষ্ট্রর মদতে সন্ত্রাসবাদের কথা শুনেছি□ কিন্তু একটি দেশ আইনের শাসনের কাছে দায়বদ্ধ হওয়ার পর এভাবে রাষ্ট্রীয় মদতে প্রতারণা করবে ও রাষ্ট্রীয় মদতে অপহরণ করবে, এটা সম্ভবত প্রথম ঘটল□
এটা রাষ্ট্রীয় মদতে অপহরণ, কারণ, প্রথমে তারা সুপ্রিম কোর্টে যায় ও এই অছিলা নেই যে, অভিযুক্ত দুজনকে বাড়ি ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক, কারণ, তাঁরা বড়দিন পালন করবে□ ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থা যেহেতু সভ্য, তাই আদালত তাঁদের অনুরোধ মেনে নেয়□ দ্বিতীয় অছিলা আরো একটু কৌতুহলকর□ ভোট দেবার জন্য তাদের দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হোক□ আমি যে সামান্য আইন বুঝি, তা থেকে বলতে পারি, একজন যখন জেলে থাকে, তখন তাঁর ভোট দেবার অধিকার থাকে না□ তাই একজন ভারতীয় বন্দী যদি আদালতে অনুরোধ করে,ভোট দেবার জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক, তা হলে তার অনুরোধ কখনই রাখা হবে না□

**শ্রী অরুন জেটলি(চলছে)**: তাছাড়া যদি কোনও ইতালীয় নাগরিক বাইরের দেশে থাকে, জেলের মধ্যে বা বাইরে, তাঁদের জন্য একটা সুবিধা আছে, আমি ইতালির অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি পড়ছি, "যে ইতালীয় নাগরিকরা বাইরে আছেন, তাঁরা প্রার্থীদের ডাকযোগে ভোট দিতে পারবেন□" তাই তারা সহজেই ডাকযোগে ভোট দিতে পারতেন□ এটা মনে হচ্ছে আগে থেকে সব ঠিক করা ছিল□ কারণ, যখন তোমার নিজের দেশের আইনে ডাকযোগে ভোট দেবার সুবিধা দেয়, সেখানে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো হল যে, দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক, আর আদালতও এ পর্যন্ত কখনো যে নির্দেশ দেয় নি, সেই নির্দেশ দিল ও দুই বন্দিকে যেতে দিল□ তাদের হয়ে ওদের দেশ হলফনামা দিল□ আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, ইতালির রাষ্ট্রদূত তাদের সার্বভৌম সরকারের হয়ে যে হলফনামা দিয়েছেন, তা ইতালির প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন□ ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে সার্বভৌম হলফনামার পর তাদের বিদেশে যেতে দেওয়া হয়□ তারপর ইতালির সরকার মতবদল করে বলছে, বিচার কোথায় হবে তা নিয়ে যেহেতু আমাদের বিরোধ আছে, তাই আমরা তাঁদের যেতে বলব না□ আর তারা এখন ভারতীয় আইন অনুযায়ী পলাতক□
ভারতীয় আইন অনুযায়ী, বিচারের এলাকা নিয়ে বিরোধের মীমাংসা করা যায়, যখন আমাদের নাগরিকদের শাস্তির প্রসঙ্গ আসে□ ১৯৮৪ সালের ঘটনা, যা ভারতে হয়েছিল, তা নিয়ে মার্কিন আদালতে মামলা করা হয়েছিল□ আমরা সেখানে যাই ও বলি, সে দেশের আদালতের এই মামলার বিচারের কোনও অধিকার নেই□ আর এখানে আমাদের দেশে এটা তৃতীয়বারের জন্য ঘটল□
১৯৮০-র সময় যখন প্রতিরক্ষা লেনদেন নিয়ে অভিযোগ এলো তখন কেউ ভারত থেকে পালিয়ে মালয়েশিয়া ও পরে আর্জেন্টিনা গেল, সেখানে আশ্রয় পেল ও আমরা অসহায় হয়ে দেখতে লাগলাম□ ভি ভি আই পি হেলিকপ্টার চুক্তিতে আমাদের অফিসাররা ওদের দেশে গেল ও খালি হাতে চলে এলো□ আমাদের এখন বলা হচ্ছে,কিছু ভারতীয় ও কিছু ইতালীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, যারা ঘুষ কান্ডে যুক্ত থাকতে পারে এবং আমাদের তদন্ত আর বেশিদূর এগোতে পারবে না□
এটা একটা এমন মামলা, যেখানে রাষ্ট্রীয় মদতে ভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে, যেখানে প্রকৃত অর্থেই ভারতীয় আদালতের অধিকারক্ষেত্রের বাইরে পালিয়েছে অভিযুক্তরা□ মহোদয়, এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত? আমরা কি অসহায় রাষ্ট্র হয়ে থাকব? ভারত কি কিছুই করবে না?
মহোদয়, আমার বক্তব্য হল, এই তিনটি অভিজ্ঞতার পর, আমার মনে হয়, এখন সময় এসেছে রোমানরা যেভাবে আমাদের সঙ্গে

ব্যবহার করছে, ঠিক সে ভাবেই ওদের সঙ্গে ব্যবহার করা তাই, ওরা যখন কূটনীতির যাবতীয় রীতিনীতি ভেঙ্গেছে, তখন, ভারত সকার সক্রিয় হোক ও বলুক, আমরাও এখন কুটনৈতিক রীতিনীতি মানতে বাধ্য নই

মহোদয়, আমার সন্দেহ আছে এবং এখানে আইনমন্ত্রীও আছেন, আমি তাঁকে অনুরোধ করব বিবেচনার জন্য যে, যদি ইতালির রাষ্ট্রদূত, যিনি ইতালি সরকারের তরফে সার্বভৌম হলফনামা দিয়েছেন, তিনি কি এই মামলায় কুটনৈতিক সুযোগসুবিধা পাবার অধিকারী? তিনি তো সুপ্রিম কোর্টের কাছে এই কথা বলেছিলেন যখন তিনি একবার সুপ্রিম কোর্টের অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে এসেছেন, তখন তিনি আর কুটনৈতিক সুবিধা দাবি করতে পারেন না দ্বিতীয়ত মহোদয়, ভিয়েনা রীতি হল ১৯৬১ সালের সংবিধান পরবর্তী কনভেনসন আমরা তাকে ঘরোয়া আইনের মতো স্বরূপ দিয়ে আইন প্রনয়ন করেছি একটা স্বাভাবিক ঘরোয়া আইন কখনই ভারতের  সংবিধানের ওপরে যেতে পারে না আদালত অবমাননার জন্য ১২৯ অনুছেদ অনুযায়ী শাস্তি দেবার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের আছে ভিয়েনা কনভেনসন কখনই ভারতীয় সংবিধানের ১২৯ অনুচ্ছেদকে রদ করতে পারে না

**অরুন জেটলি(চলছে):** মহোদয় তাই, সময় এসেছে সক্রিয় হবার, বিশেষ করে আমরা যখন এই ধরনের তৃতীয় ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি, তখন আমার মনে হয়, বিষয়টির যুক্তিগ্রাহ্য পরিণামের দিকে নিয়ে যেতে হবে, যখন কুটনৈতিক বিষয়গুলি ভুলতে হবে তাই, এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন উদ্ধৃতি আছে, যা আগে কখনো এতটা গুরুত্বপুঁর ছিল না একটা প্রবাদপ্রতিম চরত্র, যাকে আমাদের অনেকেরই মনে থাকতে পারে, সে বলেছিল, "একবার হলে বলা যায়, সেটা ঘটে গিয়েছে, দুবার হলে কাকতালীয়ভাবে হয়েছে, তৃতীয়বার হলে বুঝতে হবে, সেটা শত্রুর কাজ" এটা ইয়ান ফ্লেমিং-এর বিখ্যাত চরিত্র জেমস বন্ডের উক্তি এবং যখন তুমি এভাবে একজনকে অপহরণ করে নিয়ে ভারতীয় আদালতের অধিকারক্ষেত্রর বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছ এবং তারপর বলছ, ভারত চুলোয় যাক,আমাদের দেখার দরকার নেই, তখন বলতে হবে, এই ঘটনাকেও শত্রুর কাজ তাই ভারত সরকার যেন এর জবাব দেয় ও বিষয়টির অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়